14-08-2023 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতিকে মাথায় রেখে এই কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কোনো পাপ কর্ম করবে না, দান করে দিলে গ্রহণ(দশা) কেটে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বিষয়ে ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করা বাচ্চারা ভবিষ্যতে সিংহাসনে আসীন হয়?

*উত্তরঃ - যেমন ব্রহ্মাবাবা দেহ-সহ সম্পূর্ণ বলিপ্রদত্ত হয়েছেন, নিজের সবকিছু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বাচ্চাদের সেবায় দান করে ডায়রেক্ট ইনসিওর করেছেন সেইজন্য বিশ্বের রাজত্ব পেয়েছেন, তেমনভাবেই ফলো ফাদার। সুপুত্র হওয়ার সার্টিফিকেট নিতে হবে। প্রকৃত সন্তান হয়ে তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণরূপে বাবার সহযোগী হতে হবে। সবকিছু ইনসিওর করে ২১ জন্মের রাজত্বের দাবীদার হতে পারো।

*গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনেছে। এখন বাচ্চারা জীবিত থেকেও এই দুনিয়ার কাছে মৃত-সম হয়ে ওই দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য বাবার কোলে শরণ নিয়েছে। কোন্ বাবা? পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। সর্বদা যখন বোঝাতে থাকো তখন এরকম বোলো না যে বাবা হলেন জ্যোতির্লিঙ্গম্, অনন্ত জ্যোতিস্বরূপ, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, এ বলা বাস্তবে ভুল। তোমরা কি বলবে? পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ পরম আত্মা, তিনি সর্বদাই পরমধামে থাকেন পরম অর্থাৎ উচ্চ থেকেও উচ্চ ইনকরপোরিয়াল (নিরাকারী) ফাদার। তিনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা সেইজন্য ওঁনাকে সুপ্রীম বলা হয়ে থাকে। তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না। তিনি বুঝিয়ে থাকেন - বাচ্চারা, আমিও যদি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসি তাহলে সকলের উদ্ধার কে করবে? আমিই এসে সকলকে দুঃখের থেকে পার করে নিয়ে যাই। দুঃখহরণকারী আর সুখপ্রদানকারী হলাম আমিই কিন্তু জানেই না। ভক্তিমার্গে গায়ন করে থাকে -- ও পরমপিতা পরমাত্মা! অবশ্যই মনে করে তিনি হলেন ফাদার। কিন্তু আমাদের বাবা কেমন ? তিনি কি জিনিস -- তা জানে না। মানুষের মতন রূপ তো হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও স্মরণ করে থাকে। তাদের তো এই চোখে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি (শিব) কে ! শিবের মন্দিরে যায়, কিন্তু ওঁনাকে কেন স্মরণ করে, তা জানে না।

বাবা বসে থেকে বোঝান দেবী-দেবতারা যখন বামমার্গে চলে আসে তখন সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করে। কেবল এতটুকু বোঝে যে শিববাবা আছেন, কিন্তু এটা জানে না যে তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেবেন। যদি জানতো তাহলে অন্যদেরকেও শিববাবার বায়োগ্রাফি বলে দিত। ড্রামায় না জানাই নির্ধারিত রয়েছে। জানা অর্থাৎ উত্তরাধিকার পাওয়া। না জানা অর্থাৎ উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলা। বাবা বলেন -- আমি হলাম স্বর্গের রচয়িতা আমাদের সুখ প্রদান করি, পবিত্র করে দেই। তারপর ৫ বিকার তোমাদের অপবিত্র করে দেয়। কলা কম হতে থাকে। তোমরা কালো হয়ে যাও। প্রথমে তোমরা ১৬ কলাসম্পন্ন চন্দ্রমা ছিলে, পবিত্র ছিলে, এখন তোমাদের গ্রহণ লেগে গেছে। বাবা বলেন - দান করলে গ্রহণ(দশা) কেটে যাবে। পাঁচ বিকারকেই গ্রহণ বলা হয়ে থাকে। যারজন্য তোমরা আত্মারা দুঃখী, কালো হয়ে যাও। বাবা বলেন -- আমি হলাম তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণেদের পিতা। হে ব্রাহ্মণেরা, তোমাদের কাছে এই যে ৫ বিকার রয়েছে তা আমায় দান করে দাও তবেই গ্রহণ মুক্ত হবে। আজ থেকে দান করে পুনরায় কখনো ওইগুলি দিয়ে কিছু করবে না। মায়ার তুফান তো অনেক আসবে। কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রোধ ইত্যাদি করলে পাপ হয়ে যাবে। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিও তোমাদের বুঝিয়ে থাকি। তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। বাচ্চারা, আমি তোমাদের বিকর্মাজিৎ করে দিই। এ হলো রাহুর গ্রহণ। দান করে দিলে গ্রহণ কেটে যাবে। বাবা বলেন -- আমার মিষ্টি বাচ্চারা, এই ৫ ভূতকে দান করে দাও, এতে পয়সা ইত্যাদির কোনো কথা নেই। ইনি হলেন বাবা, তোমরা হলে আপন সন্তান। বাবার তো আপন সন্তানদের সহায়তা করতেই হবে। তোমরাও তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করো। বাবারও দায়িত্ব রয়েছে তোমাদের সেবা করার। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এই সবকিছু হলো তোমাদের। ভক্তিমার্গে তোমরা ভগবানকে দিয়ে এসেছো। কিন্তু ঈশ্বর কি কোনো ক্ষুধার্ত কেউ ! না তা নয়। এ তো তোমরা ইনসিওর করে দাও। ঈশ্বরকে দিলে ঈশ্বর পুনরায় পরজন্মে তোমাদের দেবেন। এ তো ইনসিওর করাই হলো, তাই না! পরজন্মে এর ফল প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর হলেন দাতা। এখন তোমরা নিজেদের ইনসিওর করো -- ২১ জন্মের জন্য। ওরা ইনসিওর করে এক জন্মের জন্য। এখানে তো সবকিছু ইনসিওর হয়ে যায় -- ২১ জন্মের জন্য। বলা হয়ে থাকে, সন শো'জ ফাদার। দেখো ফাদারের (ব্রহ্মা বাবা) কাছে যা কিছু ছিল সব ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বাচ্চাদের সেবায় দিয়ে দিয়েছেন, শিববাবাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন,

তন-মন-ধন সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন তাই তার বদলে আবার নিজের পুরুষার্থের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়, কারণ এ তো ডাইরেক্ট, তাই না ! তোমরা আমার হয়ে গেলে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হয়ে যাও কিন্তু যত বলিপ্রদত্ত হবে ততই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। দেহ-সহ সবকিছু বলি(সমর্পণ) দিয়ে দিতে হবে। যারা মাদার-ফাদারকে ফলো করবে, তারাই সিংহাসনেও বসবে। তাই বাবা বলেন, দান করে দিলে তবেই গ্রহণ মুক্ত হবে। দান করে দিয়ে তারপর আবার যদি ফিরিয়ে নিয়ে নাও তখন তাহলে দুর্গতিপ্রাপ্ত হবে। সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থী স্টুডেন্ট ভালোভাবে পড়ে তাই নাম্বারও প্রাপ্ত করে থাকো। তোমরাও পুরুষার্থ করে উচ্চ (ভালো) নম্বর নাও। এতে কোনো কষ্টের কথা নেই। কেবল পবিত্র থাকতে হবে। এরজন্য বাবার থেকে শক্তিও প্রাপ্ত হয়। খুশির পারদও চড়ে থাকে।

আমাদের দেবতা হতে হবে তাই কোনো অবগুণ থাকা উচিত নয়। ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখানেই হতে হবে সেইজন্য কোনো অবগুণ থাকা উচিত নয়। অর্ধেক কল্পে বিকারী হয়েছো তাই মায়াও বলে এখন এরা নির্বিকারী হয়, আমি পুনরায় বিকারী করে দিই। এভাবে চলে মায়ার যুদ্ধ। এ হলো মুশকিলের। মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। ওরা আবার হিংসক লড়াই দেখিয়ে খন্ডন করে দিয়েছে। তোমরা মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করার ফলে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। বাচ্চারা বোঝে বাবাকে ৫ বিকার দান করে না দিলে তখন শ্রী নারায়ণ বা লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না। বাচ্চারা, তোমাদের হৃদয়-দর্পণে দেখা উচিত -- আমি কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছু করিনি তো ? মায়ার তুফান তো সামনে অধিকমাত্রায় আসতে থাকবে। বৈদ্যরা ওষুধ দেওয়ার সময় বলে যে প্রথমটা পুরানো রোগকে বের করে আনবে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ তো আসবেই। ইনিও হলেন সার্জন। ইনি বলেন যে তোমরা আমার বাচ্চা হয়ে গেলে তখন আবার রাবণের সঙ্গে তোমাদের ভীষণ যুদ্ধ হবে। মায়া খুবই আঘাত করতে থাকবে সেইজন্য তুফানকে ভয় পেওনা। বাবার হয়ে গেছো তো এই শৈশবকে ভুলে যেওনা। এ হলো ঈশ্বরীয় শৈশব। ঈশ্বরের কোলে একবার এসে তারপর দৈবী কোলে ২১ বার যাবে। ঈশ্বরীয় জন্মের পর তোমরা স্বর্গে চলে যাও। সার্টিফিকেট নিতে হবে। বাবা, আমরা তোমার সুপুত্র নাকি কুপুত্র ? তখন বাবা বলতে পারেন, সুপুত্রও কত নম্বরে রয়েছো ? কি খামতি রয়েছে? বাবা বলতে পারবেন। নিজেও বুঝতে পারে যে আমরা সার্ভিস করি না তাহলে এত উচ্চপদ কিভাবে পাবো ? আচ্ছা, বাবা বলেন তোমরা কি করবে, একটি হসপিটাল বা কলেজ খুলে দাও। অবশ্যই তোমরা সেখানে যেওনা, আরো অনেক মানুষ আরোগ্য লাভ করবে তখন তার প্রতিদান তোমরা পাবে। মানুষ ধর্মশালা নির্মাণ করে, এইজন্য যে অনেকেই এসে বিশ্রাম পাবে তখন পরজন্মে তারা ভালো মহল পাবে। বাবার কাছে অনেকেই আসে, বলে এমন হসপিটাল খোলো, আমি সাহায্য করবো। বড় হসপিটাল খোলো। নিজের যদি জ্ঞান গ্রহণের অবসর না থাকে, আচ্ছা তাহলে তিন পায়ের তুল্য জমি নিয়ে এই হসপিটাল কাম কলেজ খুলে দাও। হসপিটালের জন্য এভার-হেল্দী হয়ে যাবে। কলেজের জন্য এভার-ওয়েল্দী হয়ে যায়। অনেকেই এসে তৈরী হলে তোমাদের পুণ্য হবে। বেশী খরচও নেই। আজকাল কত পয়সা উপার্জন করে, কোটি-কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। তাদের পৌত্র-পৌত্রী খাবে কি ? তারা ধুলোও পাবে না, সব বিনাশ হয়ে যাবে। রাজত্ব দরিদ্ররা পায়। তিনি হলেন দীনদয়াল, তাই না ! এই বাবা নম্বার ওয়ান সাধারণ ছিলেন। কারোর এক দুই হাজার থাকলে তাকে গরীব বলা হবে। এখানে গরীবও ভালো পদ পেতে পারে। কারোর লক্ষ-কোটি নিয়ে কি করবে? গরীবের এক এক পয়সার দ্বারাই স্থাপনা করা হয়ে থাকে। গান্ধীকে কত দান দিত। তাতে কত মারা গেছে, কত কষ্ট সহ্য করেছে ! তোমাদের তো কোনো কষ্ট নেই। বাবা বলেন -- তোমরা প্রথমে রাজযোগ শেখো তাহলেই তোমাদের রাজত্ব দেবো। এই রাজ্য তো মৃগতৃষ্ণা সমান। কাহিনী রয়েছে, তাই না ! দ্রৌপদী দুর্যোধনকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সে এলে জলাশয় মনে করে নামার জন্য বস্ত্র খুলতে গেলে তখন দ্রৌপদী বলে -- অন্ধের সন্তান অন্ধ, এ হলো মৃগতৃষ্ণা। সকলে মনে করে আমরা স্বরাজ্য পেয়ে গেছি, কিন্তু কত দুঃখ রয়েছে। প্রজারা কত দুঃখী, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাবা বলেন -- এরা সব মরে পড়ে রয়েছে। এ হলো কবরখানা, তোমাদের পুনরায় পরিস্তান বানাতে হবে। হীরে-মুক্তোর মহল নির্মাণ করবে। এখানে তো এ হলো প্রস্তরপুরী, ওখানে হবে সোনার। সেইজন্য বাবা বোঝান -- দান করলে গ্রহণ মুক্ত হবে, তারপর ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন তোমরা হলে পতিত, মানুষ কত দুঃখী হয়ে গেছে। লড়াই লাগলে ঘুম উড়ে যায়। আরাম লাগে না, ঘুমের বড়ি (ওষুধ) খেয়ে ঘুমায়। এ হলোই রাবণ-রাজ্য। এখন দশেরায় (দশমীর দিন) রাবণকে জ্বালাবে, তা শেষপর্যন্ত জ্বালাতে থাকবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিনাশ হচ্ছে। বিনাশের পরে আর রাবণ প্রজ্বলন হবে না। দ্বাপরের পর পুনরায় রাবণকে বের করে জ্বালানোর জন্য। প্রতি বছর রাবণকে জ্বালানো হয়, কিন্তু জ্বলেই না। প্রতিবছর তোমরা রাখীবন্ধন পালন করো, রাখী বন্ধন করে পুনরায় অপবিত্র হয়ে যাও।

লক্ষ্মী-নারায়ণের কাছে তো কত অগাধ ধনসম্পদ ছিল ! তাদের কত পূজা হয়। পূজা কি কেবল লক্ষ্মীর থোড়াই হয়, চতুর্ভূজের করা হয়ে থাকে। তাতে দুজনেই চলে আসে। লক্ষ্মীর সাথে নারায়ণ তো অবশ্যই চাই। সেইজন্য দুজনকেই পূজা করে। যুগল ব্যতীত কার্য কিভাবে চলবে ? এ হলো প্রবৃত্তিমার্গ , তাই না ! তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। বাচ্চারা

জিজ্ঞাসা করে দীপাবলিতে সকলেই বলে -- যদি লক্ষ্মীর পূজা না করবে তাহলে তোমাদের কাছে ধন-সম্পত্তি আসবে না। সেইজন্য বাবা রায় দেন বাচ্চারা, এতে সাক্ষী হয়ে ভূমিকা পালন করো, নাহলে খিট-খিট (মতবিরোধ) হবে। যেমন বাবা বলেন -- কন্যার বিবাহ করাতে হলে তখন সাক্ষী হয়ে ভূমিকা পালন করো, নাহলে ঝগড়া হবে। কন্যারা নির্বিকারী থাকতে না চাইলে তখন নিরুপায় হয়ে তাদের বিবাহ করিয়ে দাও। পবিত্র থাকতে না চাইলে তখন রওনা করিয়ে দাও, বিরক্ত করা উচিত নয়। কুমারী সেই যে ২১ কুলকে উদ্ধার করে। তোমরা সকলেই হলে ব্রহ্মাকুমারী। তোমাদের কাজই হলো সকলকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেওয়া। হৃদয়কে(মন) জিজ্ঞাসা করো আমি কতজনকে নিজের সমান বানিয়েছি। মিশন আছে, তাই না ! এখানে তোমরা মানুষকে দেবতায় পরিণত করো তাহলে অত্যন্ত পরিশ্রম করা উচিত। তোমরা হলে ঈশ্বরের সহযোগী। আমি তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে স্বর্গের মালিকে পরিণত করি। আমি হলামই নিষ্কাম। তোমাদের রাজত্ব দিয়ে আমি বাণপ্রস্থে চলে যাই। আমার রাজত্ব করার ইচ্ছে নেই। তোমাদের রাজ্য দিয়ে থাকে, তোমরা আপন রাজ্য-ভাগ্য পুনরায় নিয়ে নাও। তোমরা জানো আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম, ৮৪ জন্ম অতিক্রম করে আজ আমরা রাবণ সম্প্রদায়ের হয়েছি। রাবণকে সর্বদা জ্বালানো হয়ে থাকে। রাবণকে কখনো পুজো করা হয় না। যে সুখ দেয় তাকেই পুজো করা হয়ে থাকে। রাবণের চিত্র বানায় আর জ্বালিয়ে দেয়। সে তো সর্বদাই দুঃখ দেয়। দুঃখ প্রদানকারীর মহিমা আবার কিভাবে করবে ? শিববাবা হলেন সুখদাতা। ওঁনার উপর প্রতিদিন গিয়ে ফুল দেওয়া হয়। অক্যুপেশন (পেশা) কিছুই জানে না। আজকাল তো অন্ধশ্রদ্ধা অনেক।

বাবা বলেন -- যাঁর থেকে তোমরা স্বর্গের সুখ পাও এমন বাবাকে ভুলে যেও না। তাহলে স্বর্গের অগাধ সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে না। মাম্মা-বাবা বলেছো তাহলে স্বর্গে তো আসবেই কিন্তু এসে চাকর-বাকর হবে। গানের অর্থ বাচ্চারা বুঝেছে। ঈশ্বরের হয়ে এই শৈশবকে ভুলে যেও না। আসুরীয়-সন্তান থেকে পরিবর্তিত হয়ে তোমরা ঈশ্বরীয়-সন্তান হও তারপর দৈবী-সন্তান হবে। এ হলো ঈশ্বরীয় জন্ম। এই সময় তোমরা হলে সেবাধারী। তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার (আধ্যাত্মিক সমাজসেবী)। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ঈশ্বরীয় জন্ম নিয়ে কোনো অকর্তব্য করা উচিত নয়। সুপুত্র হতে হবে। অবগুণ বের করে দেবত্বের গুণ ধারণ করতে হবে।

২) ঈশ্বরের সহযোগী হয়ে রুহানী সেবার মাধ্যমে সকলকে নিজের সমান বাড়াতে হবে। তিন পা পৃথিবী (জায়গা) নিয়ে রুহানী হসপিটাল বা কলেজ খুলে দিতে হবে। তন-মন-ধনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সহযোগী হতে হবে।

বরদানঃ- কর্মযোগী হয়ে প্রত্যেকটি কার্যকে কুশলতা এবং সফলতা-পূর্বক সম্পন্নকারী চিন্তামুক্ত ভব

অনেক বাচ্চাদের উপার্জন করার, পরিবারকে প্রতিপালন করার চিন্তা থাকে কিন্তু চিন্তাকারী কখনো উপার্জনে সফল হতে পারে না। চিন্তাকে পরিত্যাগ করে কর্মযোগী হয়ে কর্ম করো তবেই যেখানে যোগ রয়েছে সেখানে যেকোনো কার্য কুশলতা আর সফলতা-পূর্বক সম্পন্ন হবে। যদি চিন্তামগ্ন হয়ে উপার্জন করা পয়সা আসেও সেও চিন্তাই উৎপন্ন করবে, আর যোগযুক্ত হয়ে খুশিতে উপার্জন করা পয়সা খুশি দেবে। কারণ যেমন বীজ হবে তেমনই ফল ফলবে।

স্লোগানঃ- সর্বদা গুণ-রূপী মুক্তো গ্রহণকারী হোলীহংস হও, কাঁকর-পাথর গ্রহণকারী নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;